দৈনিক ইনকিলাব

045

তারিখ 22 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... ... ৭ ... কলাম ... ...

উপজেলা পরিক্রমাঃ

আশাশুনি

।। আবদুল ওয়াজেদ কচি ।।

সাতক্ষীরা জেলার একটি অবহেলিত উপজেলার নাম আশাশুনি। জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ উপজেলা ২শ' ৬১টি গ্রাম ও ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। প্রায় আড়াই শ' কিলোমিটার আয়তনের এ উপজেলায় প্রায় সোয়া দু'লাখ লোকের বাস।

যাতায়াত ব্যবস্থা

উপজেলার প্রধান সমস্যা যাতায়াত ব্যবস্থা। এখানে মাত্র ১৬ কিলোমিটার পাকা এবং প্রায় ২শ' কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা রয়েছে। রাস্তাগুলো দীর্ঘদিন প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে যানবাহন ও লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উপজেলার ইউনিয়নগুলো থেকে সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মক খারাপ। বর্ষা মওসুমে পায়ে হেটেও চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এদিকে জেলা সদরের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র রাস্তাটির অবস্থাও শোচনীয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

একটি মাত্র উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পে চিকিৎসা সংকটের দরুণ উপজেলাবাসীকে জেলা আধুনিক হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হয়। অপরদিকে পশু হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে গবাদি-পশুর চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। এলাকায় হাঁস-মুরগীর মড়ক লেগেই রয়েছে। হালের বলদের অভাবে কৃষকগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

চাষাবাদ ব্যবস্থা

আশাশুনি উপজেলায় প্রায় ৭৮ হাজার একর জমির মধ্যে প্রায় ২৩ হাজার একর জমি প্রতি বছর অনাবাদী থাকে। তাছাড়া প্রতি বছর মাছের চাষ করার জন্য ঘের তৈরী করার ফলে ফসল উৎপাদনের জমি হ্রাস পাচ্ছে। উপজেলায় রয়েছে ২৫টি অগভীর নলকূপ। এগুলো প্রায়ই অকেজো হয়ে থাকে। এলাকাটি লবণাক্ত হওয়ায় আশানুরূপ ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না। অপর দিকে প্রায় প্রতি বছরই মরিচ্চাপ নদীর ভাঙ্গনে কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় হাট-বাজারের সংখ্যা ৪৭টি। হাট-বাজারগুলোর স্থান সংকট, নর্দমা সমস্যা আছে। ফলে, হাটুরেদের উভয়কেই মারাত্মক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

নদ-নদী

আশাশুনি উপজেলায় রয়েছে ৫টি নদ-নদী। এগুলো হচ্ছেঃ কপোতাক্ষ, মরিচ্চাপ, বেতনা, খোলপেটুয়া ও হাওড়া। নদীর পানি ব্যবহারে অযোগ্য। পানিতে লবণের ভাগ বেশি। তবে নদী থেকে বাগদা ও গলদা চিংড়ীর বাচ্চা ধরে শ' শ' লোক জীবিকা নির্বাহ করে। আশাশুনিতে ছোট বড়-প্রায় ৬৫টি চিংড়ী মাছের ঘের রয়েছে। এসব ঘেরে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকার চিংড়ী মাছ উৎপাদন হয়।

খাবার পানি

এখানে রয়েছে প্রায় ১৪শ' টিউবওয়েল। তার মধ্যে প্রায় আড়াই শ' দীর্ঘদিন যাবত অকেজো হয়ে রয়েছে। তাছাড়া লবণাক্ত এলাকা হিসেবে এখানে মিষ্টি পানি পাওয়া দুষ্কর।

শিক্ষা ব্যবস্থা

এ উপজেলায় ১টি কলেজ, ২৬টি উচ্চ, ৯টি জুনিয়র, ৯৮টি সরকারী, ৩৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩৭টি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। গৃহ, শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাপত্র সমস্যার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া ব্যাহত হচ্ছে।